পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক
প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক
বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ডিজাইন ও মুদ্রণ
নিমফিয়া
সুইট ৫সি ও ৬সি, ২০৫/১/এ, হাশিম টাওয়ার
তেজগাঁও-গুলশান সংযোগ সড়ক, ঢাকা ১২০৮
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬২০৩২, +৮৮ ০২ ৯৮৬২০৫৪
ইমেইল: info@nymphea-bd.com
ওয়েবসাইট: www.nymphea-bd.com

Annual Report of the Ministry of Foreign Affairs 2018-2019
Published by External Publicity Wing
Ministry of Foreign Affairs
Phone: 9562952, Fax: 9555283 & 9572259
Email: dgep@mofa.gov.bd
Website: www.mofa.gov.bd

সূচিপত্র

04
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী

05
মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী

06
মুখবন্ধ

08
ভিশন

09
মিশন

10
কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

11
কার্যাবলী

12
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

14
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

47
উপসংহার

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'- এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফলতার সাথে সারা বিশ্বে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে সরকার।

আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে, যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ মুহূর্ত। বছরব্যাপী মুজিববর্ষ পালনে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বহুবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যার মাধ্যমে জাতির পিতার আদর্শ ও অর্জন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এ কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা, ২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়া এবং পরবর্তী একশ বছরে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। অর্থনীতির প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি বাড়ানো, অধিকতর বিনিয়োগ, রপ্তানি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে "অর্থনৈতিক কূটনীতির" ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সক্রিয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা সমস্যাটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটি, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও সংস্থার জোরালো সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি চালু হওয়া "দূতাবাস অ্যাপের" মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, জন্ম ও মৃত্যু সনদ, শিক্ষা সনদ ও অন্যান্য প্রত্যয়নসহ ৩৪ ধরনের সেবা ঘরে বসে সহজে ও কম খরচে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া সেবাবর্ধন ও কূটনৈতিক পরিধি বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন মিশন খোলা হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন দেশে নিজস্ব ভবন তৈরি করা হচ্ছে।

অর্জিত সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের মিশনসমূহ আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে বলে আমার বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার অফুরন্ত ভালবাসা ও নিরন্তর শুভ কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের ওপর পুস্তক প্রকাশ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বার্ষিক কর্মকাণ্ডের একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রকাশনা, যার মাধ্যমে জনগণ বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জনসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমি মনে করি।

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়'- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই মহান দর্শনই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র, যার ওপর ভিত্তি করে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সারা বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ফলে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বঙ্গোপসাগরে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ উন্মোচন, নতুন নতুন শ্রমবাজার বৃদ্ধিসহ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যমান সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা সমস্যাটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও সংস্থার জোরালো সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলায়নরত বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট রয়েছে সরকার।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের কূটনীতিকগণ আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশা করি। একইসাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

এ প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্যের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে আগামী দিনগুলোতে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ প্রতিবেদনের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়"-এর উপর ভিত্তি করে বর্তমান বিশ্বের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কূটনৈতিক সফলতার আরও একটি বছর অতিক্রম করেছে । বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সকল সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের স্বপ্নপূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহির্বিশ্বে নানা কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই ধারাবাহিকতায় বিগত অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও কার্যাবলী প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পাশাপাশি একটি দক্ষ, ফলপ্রসূ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে ।

২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিশদ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। এছাড়াও Foreign Office Consultation (FOC) আয়োজনসহ দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বিগত অর্থবছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফর আয়োজন ও এসব সফরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিগত বছরে বাংলাদেশের প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিদ্যমান সুসম্পর্ক সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সমন্বিতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ৩টি পূর্বশর্ত সফলভাবে অর্জন করেছে। এই উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়বে তা প্রশমনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়া প্রথাগত কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জনকূটনৈতিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের (এসডিজি) বেশিরভাগই বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসডিজি অর্জনের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় চলমান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়, নেতৃত্বশীল ও সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব বৃদ্ধিকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিতে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে। যেহেতু রোহিঙ্গা সংকট এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ঝুঁকির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কারণে মানবিক কূটনীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ও মিয়ানমারের সমাজ ব্যবস্থায় তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেইসাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নৃশংস অপরাধে দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি ও বিচারের আওতায় আনার জন্য মিয়ানমার সরকার এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে মধ্যস্থতার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অভিবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও শ্রমিকসহ প্রবাসে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিবাসন সংক্রান্ত বৈশ্বিক আলোচনা ও প্রক্রিয়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অভিবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণে Global Compact for Migration স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত অর্থবছরে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করেছে। এসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান, চীন ও ভারতসহ মোট ৩৬টি দেশের জাতীয় দিবস পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। বিগত বছরে এ মন্ত্রণালয় সর্বমোট ৬,৯১,৫৯২টি কনস্যুলার সেবা প্রদান করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালীন প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের নির্বাচিত সংকলন "Selected Speeches of Prime Minister Sheikh Hasina During Official Visit (2009-18)" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থটি আরবি, ফরাসি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, স্প্যানিশ, জার্মান, রাশিয়ান, উর্দু, তুর্কি, নেপালি, অসমিয়া এবং পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থটি সুইডিশ, গ্রিক, থাই ও কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলছে। পাশাপাশি "কারাগারের রোজনামচা" গ্রন্থটি হিন্দি এবং অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলছে। এছাড়াও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN শীর্ষক বই প্রকাশ এবং Emergence of Bangladesh 1971 বইটির পুনর্মুদ্রণ করা হবে।

'এক দশকের সাফল্যের গৌরবে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০০৯ থেকে ২০১৮' বইটি প্রকাশিত হয়েছে যার ইংরেজি সংস্করণের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিবিধ তথ্যসমৃদ্ধ একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক জীবনের ওপর একটি ফটো অ্যালবাম প্রকাশনার কার্যক্রম চলছে। জনকূটনীতির আওতায় "Visit Bangladesh" কর্মসূচির অধীন এবছর প্রথম ধাপে ২৬টি দেশের ৪৮ জন বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁদের অনেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সেদেশের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক লেখনী প্রকাশ করেছেন যার ফলশ্রুতিতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

মোঃ শহীদুল হক

ভিশন

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সকল রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার ও বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশকে একটি আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা।

মিশন

একটি দক্ষ ও আধুনিক কূটনৈতিক সার্ভিস গড়ে তোলা
এবং কার্যকর কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিবর্তনশীল
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ।

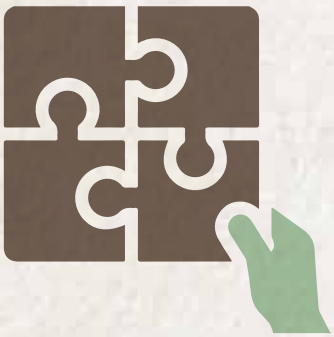

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ
- আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ
- কনস্যুলার সেবা প্রদান সহজীকরণ
- বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে শক্তিশালী বহিঃপ্রচার কার্যক্রম এবং সার্বিক জনকূটনীতি পরিচালন
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিদ্যমান সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ
- বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনে নিরবিচ্ছন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা
- বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব বৃদ্ধিকরণ
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ

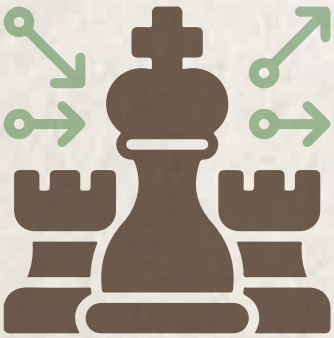

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলী

- সকল রাষ্ট্র, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা ও সংলাপে অংশগ্রহণ এর পাশাপাশি চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সম্পাদন
- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং চলমান বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সক্রিয় এবং নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন
- কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রবাসীগণকে বিভিন্ন কনস্যুলার ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান
- বিদেশস্থ মিশনসমূহের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর আয়োজন, বিদেশী রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
- বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল

অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহির্বিশ্বে ৭৯টি মিশন এবং দেশের অভ্যন্তরে ৩টি আওতাধীন দপ্তর - (১) ফরেন সার্ভিস একাডেমি (FSA), (২) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS) এবং (৩) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল' এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (BILIA) - এর মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বর্তমানে গেজেটেড কর্মকর্তার পদ মোট ৬৬৫টি (১ম শ্রেণির ৩৩০টি ও ২য় শ্রেণির ৩৩৫টি) এবং নন-গেজেটেড পদ মোট ২৮১টি (৩য় শ্রেণির ১২২টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৫৯টি)। এ মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ১ম শ্রেণির ৯৬টি, ২য় শ্রেণির ১২২টি, ৩য় শ্রেণির ১০১টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ৫০টিসহ সর্বমোট ৩৬৯টি শূন্য পদ বিদ্যমান রয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্রম	পদবী	অনুমোদিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	বিদ্যমান কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
০১	পররাষ্ট্র সচিব/এ গ্রেড রাষ্ট্রদূত/রেক্টর (ফরেন সার্ভিস একাডেমি) (গ্রেড-১)	১৩	১২	১
০২	অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব/বি গ্রেড রাষ্ট্রদূত	২৭	২৩	৪
০৩	লিগ্যাল এ্যাডভাইজার	১	১	-
০৪	মহাপরিচালক/সি গ্রেড রাষ্ট্রদূত/ডেপুটি হাই কমিশনার/কনসাল জেনারেল/ মিনিস্টার/এমডিএস	৬০	৫৯	১
০৫	পরিচালক/কাউন্সেলর/সহকারী হাই কমিশনার	৯৪	৮০	১৪
০৬	ডেপুটি চিফ	১	১	-
০৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	-	১
০৮	পরিচালক (এক্স-ক্যাডার)	১	-	১
০৯	অনুবাদ কর্মকর্তা	২	-	২
১০	ডেপুটি লিগ্যাল এ্যাডভাইজার	১	-	১
১১	উপ-পরিচালক (ইপি)/উপ-পরিচালক (টেকনিক্যাল)/ উপ-পরিচালক (সাইফার)	৪	-	৪
১২	সিনিয়র সহকারী সচিব/প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব	১৩০	৭৬	৫৪
১৩	সিনিয়র সহকারী সচিব/দ্বিতীয় সচিব (এক্স-ক্যাডার)	৪	-	৪
১৪	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১	-	১
১৫	প্রোগ্রামার	১	-	১
১৬	সহকারী সচিব/তৃতীয় সচিব	৫৯	৫৯	-
১৭	সহকারী সচিব/তৃতীয় সচিব (এক্স-ক্যাডার)	১৫	১৫	-
১৮	কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার	১	-	১
১৯	সহকারী পরিচালক (ইপি)	৩	-	৩
২০	সহকারী প্রোগ্রামার	১	-	১
২১	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	-	১
২২	সাইফার অফিসার	৪	৩	১
২৩	লাইব্রেরিয়ান	১	১	-
	মোট=	**৪২৬**	**৩৩০**	**৯৬**

ক্রম	পদবী	অনুমোদিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	বিদ্যমান কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
২য় শ্রেণি:				
২৪	সুপারিনটেনডেন্ট	৩	-	৩
২৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪৫	১৮০	৬৫
২৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪৪	১০৩	৪১
২৭	প্রটোকল অফিসার	১	-	১
২৮	সহকারী সাইফার কর্মকর্তা	৬৪	৫২	১২
	মোট=	**৪৫৭**	**৩৩৫**	**১২২**
৩য় শ্রেণি:				
২৯	গবেষণা সহকারী	১	-	১
৩০	উচ্চমান সহকারী	১	-	১
৩১	কম্পিউটার অপারেটর	৪	-	৪
৩২	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৬	২৫	২১
৩৩	উচ্চমান করণিক	১	-	১
৩৪	রেডিও/ওয়্যারলেস অপারেটর	১০	-	১০
৩৫	টেলেক্স অপারেটর	৯	-	৯
৩৬	অফিস সহকারী/প্রটোকল সহকারী/কনস্যুলার সহকারী	৪৩	২১	২২
৩৮	টেলিফোন অপারেটর	৪	-	৪
৩৯	গাড়ী চালক	৮৫	৬৩	২২
৪০	ইলেক্ট্রিশিয়ান	২	-	২
৪১	ইমাম	১	-	১
৪২	অভ্যর্থনাকারী	৬	৫	১
৪৩	টাইপ রাইটার মেকানিক	১	১	-
৪৪	ডেসপাচ রাইডার	৪	৩	১
৪৫	ফটোকপি অপারেটর	৪	৪	-
৪৬	বাস হেলপার কাম ক্লিনার	১	-	১
	মোট=	**২২৩**	**১২২**	**১০১**
৪র্থ শ্রেণি:				
৪৭	প্যাকার	১	-	১
৪৮	যানবাহন মেকানিক	১	১	-
৪৯	দপ্তরী	৬	৬	-
৫০	অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা প্রহরী	১৮৪	১৪১	৪৩
৫১	মুয়াজ্জিন	১	১	-
৫২	ক্লিনার/সুইপার	৯	৫	৪
৫৩	মালি	৫	৪	১
৫৪	মেসেঞ্জার	২	১	১
	মোট=	**২০৯**	**১৫৯**	**৫০**

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২ জুলাই ২০১৮ সোমবার সংসদ ভবনে তাঁর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (ICRC) এর প্রেসিডেন্ট Peter Maurer সাক্ষাৎ করেন।- পিআইডি

৩০ জুন হতে ৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (ICRC)-এর প্রেসিডেন্ট জনাব পিটার মরার বাংলাদেশ সফর করেন। এটি রেডক্রসের কোন প্রেসিডেন্টের প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফর। এ সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আপদকালীন সময়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য বিশেষত মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য রেডক্রস প্রদত্ত বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য রেডক্রসকে ধন্যবাদ জানান। রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য মানবিক কার্যক্রম ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে রেডক্রসের নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এ সফরকালে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখতে তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যমান জটিল অবস্থার নিরসন এবং সমস্যার মূল কারণ নিয়ে কাজ করার আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১ জুলাই ২০১৮ রোববার ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব Antonio Guterres ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদান করেন। -পিআইডি

০১-০২ জুলাই ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব এন্টোনিও গুতেরেস ও বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি জনাব জিম ইয়ং কিম বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার জনাব ফিলিপ্পো গ্রান্ডি এবং UNFPA-এর নির্বাহী পরিচালক মিজ্ নাটালিয়া কানেম তাঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন। সফরকালে ০২ জুলাই ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি সকল সফরসঙ্গীসহ কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতিসহ সকলকে ব্রিফিং-এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে করণীয় এবং বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- **৪-৬ জুলাই ২০১৮** তারিখে ঢাকায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর, দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে SDG-এর ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উপর নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের উন্নয়নের কার্যক্রম, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরেন। সম্মেলনের এক অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম. পি. এজেন্ডা ২০৩০-এর মতো একটি সামগ্রিক এবং সর্বব্যাপ্ত উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয়, অর্থায়নের কর্মপন্থা, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘের High Level Political Forum (HLPF)-এ Voluntary National Review (VNR) শীর্ষক এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

- **১০-১২ জুলাই ২০১৮** তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার Audio-Visual Co-production যৌথ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন নিয়ে ফিচার ফিল্ম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ডকুমেন্টারি নির্মাণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আলোচনা হয়। এ সফরে দু'দেশের মধ্যকার Cooperation between All India Radio (AIR) and Bangladesh Betar-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি বিটিভি এবং ভারতের দূরদর্শনের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- **১৩-১৫ জুলাই ২০১৮** তারিখে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সভা করেন। সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নানা বিষয়াবলী আলোচিত হয়। এই সফর দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশ সফরকালে তিনি রাজশাহীতে অবস্থিত সারদা পুলিশ একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া সারদা পুলিশ একাডেমি, বাংলাদেশ এবং সরদার বল্লভভাই ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি, ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান Revised Travel Agreement আগামী ০৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয় এবং ঢাকাস্থ যমুনা ফিউচার পার্কে নতুন ভারতীয় ভিসা সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।

- **১৪-১৬ জুলাই ২০১৮** তারিখে UN Secretary General-এর Special Envoy on Myanmar Ms. Christine Schraner Burgener প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- **১৪-১৯ জুলাই ২০১৮** তারিখে জাতিসংঘের International Independent Fact Finding Mission on Myanmar (IIFFM)-এর সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তাঁরা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরসমূহ পরিদর্শন করেন। সফরকালে IIFFM-এর সদস্যবৃন্দ পররাষ্ট্র সচিবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে IIFFM কর্তৃক জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

- **১৪-১৬ জুলাই ২০১৮** তারিখে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)-এর মহাপরিচালক Mr. William Lacy Swing বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরকালে তিনি সংস্থার ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের অন্য স্থানে নিয়ে উন্নত আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। বিশেষত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলা এবং শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন এবং তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সাক্ষাৎকালে IOM-এর মহাপরিচালক IOM-এর অভিজ্ঞতার আলোকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুততর করতে বাংলাদেশকে সহায়তার আশ্বাস দেন।

- **১৬-২৭ জুলাই ২০১৮** তারিখে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ১৯৮২-এর অধীনে সৃষ্ট International Seabed Authority-এর ২৪তম অধিবেশন এবং ২৫

ফেব্রুয়ারি হতে ০১ মার্চ ২০১৯ মেয়াদে ২৫তম অধিবেশন জ্যামাইকার কিংসটনে অবস্থিত সংস্থাটির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ২০১৬-১৭ সময়কালে নির্বাচিত ISA Assembly-এর সাবেক সভাপতি রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ), সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল Deep Seabed Mining সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন বিষয়ক প্রতিবেদন, গভীর সমুদ্রের তলদেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান বিষয়ক চুক্তিসমূহ এবং এরিয়াতে খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত খসড়া রেজ্যুলেশন্স বিষয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

- **২৫-২৬ জুলাই ২০১৮** তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'তে Advancing Religious Freedom শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ৭ জন সহ ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা, চরমপন্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসার ও সুরক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া সম্মেলনের প্রান্তিকে Mr. John Sullivan, Deputy Secretary of State, USA-এর সাথে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বেঠকে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য Mr. Sullivan-কে অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে Mr. Sullivan মিয়ানমারে উত্তর রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও নিশ্চিত প্রত্যাবাসনে মার্কিন চাপ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। এ ছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিযুক্ত হত্যাকারী রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে Mr. Sullivan-কে অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন উক্ত হত্যাকারীকে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হবে। এ ছাড়া Mr. Samuel D. Brownback, US Ambassador at Large for International Religion Freedom মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে মত বিনিময় করেন। এ ছাড়া নিউ মেক্সিকোর সাবেক গভর্নর Mr. Bill Richardson এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় Mr. Bill Richardson রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

- **৩০-৩১ জুলাই ২০১৮** মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে 8th IORA Bi-annual Committee of Senior Officials (CSO)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের CSO সভায় IORA Leaders' Summit-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০১৯ সালে তৃতীয় IORA ব্লু-ইকোনোমি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজন, IORA-এর অর্থায়নে বাংলাদেশে চলমান 'Oyster Culture' ও 'মেরিন বায়োটেকনোলজি' বিষয়ক দুটি পাইলট প্রকল্প-এর অগ্রগতিসহ নানাবিধ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এ ছাড়া, উক্ত CSO সভায় Indian Ocean Rim Association (IORA) কর্তৃক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে SME বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in SMEs' শীর্ষক সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়। এবারের CSO সভায় বাংলাদেশকে ২০১৯-২১ মেয়াদে IORA ভাইস চেয়ার হিসেবে মনোনীত করা হয়।

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি ৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 25th ASEAN Regional Forum (ARF)-এর বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকের রিট্রিট অধিবেশনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি প্রদান করেন এবং তিনি তাঁর বক্তৃতায় বিগত ৫০ বছর ধরে আসিয়ানের অর্জন ও সাফল্যসমূহের প্রশংসা করেন। এ সময় তিনি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার অপরাধ, আন্তঃদেশীয় সন্ত্রাসবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এ সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ARF একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে মত দেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুসৃত সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতির উল্লেখ করেন। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি মিয়ানমার যাতে রাখাইনে অতি দ্রুত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন শুরু করতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এআরএফ-এর মূল বৈঠকের পাশাপাশি কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড ও ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (অব:) ভি কে সিং-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়া

তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাই রিপ্রেজেনটেটিভ মিস ফেডেরিকা মুঘেরিনির সাথে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোতে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

- **৫-১১ আগস্ট ২০১৮** তারিখে জাতিসংঘের মহাসচিবের Special Envoy on Youth, Ms. Jayathma Wickramanayake বাংলাদেশের মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর করেন। ৬ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে সাভারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া সফরকালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তরুণ সংসদ সদস্যদের একটি দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তরুণ কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ৯-১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সফরের সার্বিক সমন্বয় সাধন করে।

- **০৬-০৭ আগস্ট ২০১৮** তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে Bali Process-এর মন্ত্রীপর্যায়ের ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মানব পাচার রোধ করার বৈশ্বিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০০২ সালে Bali declaration-এর মাধ্যমে Bali process গঠিত হয়। এর অন্যতম সদস্য হিসেবে মানব পাচার এবং অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মন্ত্রীপর্যায়ের এই ৭ম সভায় ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

০৮-১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে কমনওয়েলথ মহাসচিব Rt Hon Patricia Scotland QC বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী, মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে চার্টার অব কমনওয়েলথ এর কপি প্রদান করেন কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড (৯ আগস্ট ২০১৮ বৃহস্পতিবার)। ।-পিআইডি

- **১৬-১৮ আগস্ট ২০১৮** তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার গঠিত দ্বিতীয় যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মতিনুল হক। সম্মেলনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা) পিলার নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ মৌসুমের জন্য দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া সম্মেলনে সীমানা পিলার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে International Terrestrial Reference Frame (ITRF)-এর উপর ভিত্তি করে দু'দেশ একটি সমন্বিত Global Navigation Systems (GNSS) রেফারেন্স নেটওয়ার্ক পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে আলোচনা করে। পাশাপাশি, সম্মেলনে দু'দেশের মধ্যকার স্ট্রিপ-ম্যাপগুলোর সফট কপি বিনিময়ের ব্যাপারেও আলোচনা হয়। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে দু'দেশের মধ্যকার কুশিয়ারা নদীর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হয়।

- **৩০-৩১ আগস্ট ২০১৮** তারিখে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region'। ৪র্থ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে ১৬তম বিমসটেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভা ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে এবং ১৯তম বিমসটেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের (পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের) সভা ২৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: নেপালের কাঠমান্ডুতে ৪র্থ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ (৩১ আগস্ট ২০১৮)

- **৪র্থ বিমসটেক** শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিষয়ে বিমসটেক নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণের পাশাপাশি বিমসটেক অঞ্চলে দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, সন্ত্রাসসহ অন্যান্য সমস্যাকে যৌথ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনপূর্বক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিমসটেকের ১৪টি সহযোগিতার ক্ষেত্রকে পর্যালোচনা ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে 'টেকসই উন্নয়ন', 'শান্তি ও স্থিতিশীলতা' এবং 'জন আন্তঃসংযোগ' এ তিনটি মূল বিভাগে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সকল সদস্যদেশকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে বিমসটেক অঞ্চলের জন্য Energy Security নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে 'Memorandum of Understanding on the Establishment of BIMSTEC Grid Interconnection' স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলনের ৪৮ দফা সংবলিত Joint Declaration বা যৌথ ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে বিমসটেক অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়।

- **বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে** অংশগ্রহণ করা ছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেপালের রাষ্ট্রপতির সাথে যৌথ সাক্ষাৎকারে ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী, ভূটানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। আঞ্চলিক কূটনীতি ও দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে সফল অংশগ্রহণ এবং তাঁর Visionary বক্তব্য বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সমুন্নত করেছে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও রেল-যোগাযোগের তিনটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন। প্রকল্প তিনটির মধ্যে রয়েছে বহরমপুর-ভেড়ামারা আন্তঃগ্রিড সংযোগের আওতায় ভারত হতে অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার আখাউড়া-আগরতলার রেল-সংযোগ নির্মাণ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন কার্যক্রম।

- **১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ-ভারত 'মৈত্রী পাইপলাইন' প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং দু'টি রেলওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। রেলওয়ে প্রকল্প দু'টির মধ্যে রয়েছে ঢাকা-টঙ্গি সেকশনে তৃতীয়-চতুর্থ গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর ডুয়াল গেজ ডাবল লাইন।

- **১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে পররাষ্ট্র সচিবের (সিনিয়র সচিব) সভাপতিত্বে রোহিঙ্গা বিষয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা ছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- **১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে জেনেভাস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৯তম বৈঠকের সাইড লাইনে 'A historical perspective of the systematic human rights violations against minority Rohingya Muslims in Myanmar, and way forward' শীর্ষক একটি Panel Discussion-এর আয়োজন করে। এই আয়োজনে বাংলাদেশের সহ-আয়োজক ছিল জেনেভাস্থ জাতিসংঘে মালদ্বীপের স্থায়ী মিশন। এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও Independent International Fact Finding Mission (IIFFM)-এর চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

- **২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি 'বাংলাদেশ ফোরাম, কাতার'-এর আমন্ত্রণে কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে কাতারের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার আয়োজনের ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কাতারের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

- **২৩-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশন ও উচ্চপর্যায়ের সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীসহ উচ্চপর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। এ ছাড়া প্রায় ২০০-এর অধিক ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। এবারের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এ অধিবেশনের প্রতিপাদ্য ছিল 'Making the United Nations relevant to all people: Global leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies'।

- বিশ্বব্যাপী বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে উদ্বেগ ও শূন্যতার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহের জাতিসংঘ ও বহুপাক্ষিক ফোরামের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, বিশ্ব শান্তি বিনির্মাণ ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নতুনভাবে পুনর্গঠন ও গতিশীলতা, রোহিঙ্গা সমস্যা, World Economic Forum (WEF)-এর সামিট এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় দুইটি পুরস্কারপ্রাপ্তির কারণে এইবারের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশন ছিল

বাংলাদেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণকালে মূলসভা ও সাইড ইভেন্ট মিলিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বমোট ১৮টি সভা এবং ১৩টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া রয়টার্স ও ভয়েস অব আমেরিকাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরের মত বাংলায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হবার পর এবং ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর বিদেশে নির্বাসিত জীবনের উল্লেখ করে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রত্যাশা করেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর বক্তৃতায় গত ১০ বছরে সকল খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Inter-Press Service UN প্রদত্ত ইন্টারন্যাশাল এ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন (২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮) -পিআইডি

- **২৪-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮** তারিখে ভারতের বাণিজ্য, শিল্প ও বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু বাংলাদেশ সফর করেন। সফরে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। দুই বাণিজ্যমন্ত্রী বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) করার জন্য একমত হন যা দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে এবং এই ব্যাপারে দু'দেশের সমন্বয়ে একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সফরে ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতিসহ বাংলাদেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভার সাইডলাইনে প্রতিবছর সার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রীপর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক আয়োজন করা হয়। ৭৩তম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভার সাইডলাইনে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে আয়োজিত মন্ত্রীপর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে সাবেক মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এবং এ বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতায় তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, সার্কের সদস্য দেশসমূহ প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষাসহ অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং এর অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

ভিজিট বাংলাদেশ কর্মসূচিতে অংশ নেয়া দু'জন অতিথির বাংলাদেশ বিষয়ক লেখা দু'টি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়

জনকূটনীতি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "Visit Bangladesh" কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৯২ জন প্রখ্যাত গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব, উন্নয়নকর্মী, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত ডিপ্লোম্যাট, ব্যুরোক্র্যাট, লেখক ও সুশীল সমাজের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। আমন্ত্রিত অতিথিগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি যাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় সংসদ ভবন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প, ঢাকা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, শাইনপুকুর সিরামিকস, আনন্দ শিপইয়ার্ড, জাতীয় প্রেসক্লাব, ইস্টওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ এবং ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁরা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- **৩-৬ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে Comprehensive Test-Ban-Treaty Organization (CTBTO)-এর নির্বাহী পরিচালক Dr. Lassina Zerbo বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ সফরকালে তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিরস্ত্রিকরণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার উল্লেখপূর্বক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিষয়টি তুলে ধরেন। Dr. Lassina Zerbo নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সফরকালে Dr. Zerbo, BIISS-এ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে একটি সেমিনারেও অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

- **০৪-০৬ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ '৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা' বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজন করে। ঢাকায় আয়োজিত উন্নয়ন মেলার প্রথম দিনে এনইসি-১ সম্মেলন কক্ষে ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনসমূহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয় এবং পরবর্তীতে তাঁরা মেলার স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন। মেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্টল হতে বিতরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্ত সকল পুরস্কার ও সম্মাননা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে বাংলাদেশের সদস্যপদ এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহের তথ্য সংবলিত লিফলেট, প্যামফ্লেট, পোস্টার ও টি-শার্ট প্রদান করা হয়।

- **১২ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ২০১৯-২১ মেয়াদের সদস্যপদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ২০১৯-২১ মেয়াদে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল হতে ১৭৮ ভোট পেয়ে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল হতে ভারত, ফিজি, বাহরাইন ও ফিলিপাইন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ২০১৯-২১ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থিতা সমর্থনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়েছে। এ ছাড়া নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন নির্বাচনী প্রচারণার লক্ষ্যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই নির্বাচনে জয়লাভ মানবাধিকার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ।

- **১৫-১৭ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে মিশরের কায়রোতে ডেল্টা কোয়ালিশনের মন্ত্রীপর্যায়ের ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৭টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বিশ্বের ডেল্টা অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির ন্যায্য ও যৌক্তিক অংশীদায়িত্ব নিশ্চিতকরণে শান্তিপূর্ণভাবে সকল পানি সমস্যার সমাধান, পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়সমূহে অভিজ্ঞতা, তথ্য ও লব্ধ জ্ঞান বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডেল্টা কোয়ালিশনের সচিবালয় এবং কাঠামোগত চুক্তি প্রণয়নের বিষয়সমূহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সার্বিক আলোচনায়, বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং কোয়ালিশনের কার্যাবলিকে বাস্তবতার নিরিখে নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায় যা অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

- ১৬-১৯ অক্টোবর ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবের দুই পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক (Custodian of the two Holy Mosques) মহামহিম বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ-এর আমন্ত্রণে সৌদি আরবে সরকারি সফর করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, দশ সদস্যের একটি ব্যবসায়ীদলসহ সরকারি উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি বাদশাহর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। তিনি সৌদি যুবরাজের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে মিলিত হন। এ সকল বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যাবতীয় বিষয় বিশেষতঃ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সন্ত্রাস মোকাবিলা, উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশিদারিত্ব ইত্যাদি বিষয় ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। তাঁরা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যু বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সমৃদ্ধির বিষয়ে ভবিষ্যতে একযোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যু বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সমৃদ্ধির বিষয়ে ভবিষ্যতে একযোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত একটি বিজনেস সেশনেও অংশ নেন। বিজনেস সেশন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একই দিন রাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরসঙ্গীসহ পবিত্র ওমরাহ্ পালনের জন্য রিয়াদ থেকে সৌদি রাজকীয় বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে মক্কা ও মদীনা শরীফে গমন করেন ও রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারাত করেন। তিনি জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল-এর জন্য সম্প্রতি ক্রয়কৃত জমিতে কনস্যুলেট ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

- **১৮-১৯ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম)-এর ১২তম শীর্ষ সম্মেলন

সৌদ আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিয়াদের আরগায় সৌদি রাজপ্রসাদে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদের সাথে সাক্ষাৎ করেন (বুধবার, ১৭ অক্টোবর ২০১৮)।-পিআইডি

অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এ শীর্ষ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges'। এবারের শীর্ষ সম্মেলনে এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার, কানেক্টিভিটি, টেকসই উন্নয়ন, সাইবার সিকিউরিটি, অভিবাসন, পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা, মানবাধিকার, পানি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনসহ নানা ইস্যুতে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

- **মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে দ্বিতীয় প্লেনারিতে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দিকনির্দেশিত পথে বিশ্বশান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয় সে কথাও তিনি ফোরামকে অবহিত করেন। সন্ত্রাস ও উগ্র মতবাদের ব্যাপারে তিনি 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রতি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন। ভবিষ্যতে আসেম একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১২তম আসেম শীর্ষ সম্মেলনের সাইড লাইনে ১৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাল্টার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুইস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

- **১৯-২০ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত P4G Summit-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এ সফরে ডেনমার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে 'Dairy Sector Development' বিষয়ে সহযোগিতামূলক দুটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়।

- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত ইতালির খ্রিষ্ট ধর্মযাজক ফাদার মারিনো রিগন ২০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ইতালিতে মৃত্যুবরণ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ফাদার মারিনো রিগনের দেহাবশেষ তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী যথাযথ সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশে আনয়ন করে মংলার শেলাবুনিয়ায় তার স্থাপিত চার্চের পার্শ্বে ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিকাল ০২.৪০ ঘটিকায় সমাহিত করা হয়।

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, 'জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য বিষয়ক সংস্থা (UNCTAD)'-এর মহাসচিব মি. মুখিসা কিতুউই এবং 'Crans Montana Forum'-এর চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা জিন-পল কার্টারন-এর যৌথ আমন্ত্রণে ২৩-২৭ অক্টোবর ২০১৮ মেয়াদে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে যথাক্রমে 'বিশ্ববিনিয়োগ ফোরাম ২০১৮' এবং 'হোমল্যান্ড অ্যান্ড গ্লোবাল সিকিউরিটি ফোরামের ২০তম বার্ষিক অধিবেশন' শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্যালেইস দে নেশনসে বিশ্ব বিনিয়োগ ফোরাম-২০১৮ এর শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন (মঙ্গলবার, ২৩ অক্টোবর ২০১৮)। -পিআইডি

- **২৪-২৫ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT)-এর আওতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ১৯তম সচিব পর্যায়ের বৈঠক ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উল্লেখযোগ্য তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব। চুক্তি তিনটি নিম্নরূপ:

1. Agreement on the use of Chittagong and Mongla Ports for movement of goods to and from India;
2. Addendum to Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT) between Bangladesh and India;
3. Standard Operating Procedure (SOP) on Passengers and Cruise Services on the Coastal and Protocol Routes.

- **২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে চীনের State Councillor and Minister of Public Security, H.E. Mr. Zhao Kezhi বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরকালে ২৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ-চীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীপর্যায়ে সভা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। State Councillor Mr. Zhao Kezhi ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরকালে বাংলাদেশ-চীনের মধ্যে তিনটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

- **১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮** এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের সভাপতিত্বে সুদানে 'Contract Farming'-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় BIDA-এর Executive Chairman-এর নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ মাসে BIDA-এর Executive Chairman-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুদানে 'Contract Farming'-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- **২৮ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে Strategic Executive Group (SEG)-এর প্রতিনিধিদলের রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার বাংলাদেশের হেড অব মিশনকে পররাষ্ট্র সচিব মিয়ানমার কর্তৃক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়া ৪৮৫টি অখণ্ড পরিবারের ২,২৬০ জন রোহিঙ্গাকে প্রথম দফায় মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে প্রত্যাবাসন শুরু করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেন। এ ছাড়া পররাষ্ট্র সচিব ১৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জেনেভাতে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমাঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের সহযোগিতার অনুরোধ জানান। এ সময় পররাষ্ট্র সচিব জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধির কাছে প্রত্যাবাসন শুরু করার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক পত্র এবং ৪৮৫টি অখণ্ড পরিবারের ২,২৬০ জন রোহিঙ্গার তালিকা হস্তান্তর করেন।

- **২৮-৩১ অক্টোবর ২০১৮** তারিখে ডেনমার্ক-এর Minister for Development Cooperation H.E Ulla Tornaes বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরকালে তিনি ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া ২৮-২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সরেজমিনে দেখতে তিনি টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

- **০১-০৩ নভেম্বর ২০১৮** তারিখে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় 41st Session of the D-8 Commission এবং 18th Session of D-8 Council of Ministers-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (এশিয়া এবং প্যাসিফিক)-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

- **৬-৭ নভেম্বর ২০১৮** তারিখে সিঙ্গাপুরে 'New Economy Forum'-এর প্রথম সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'Financing China's BRI' শীর্ষক সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে 'Belt and Road Initiative' সম্পর্কিত নানাবিধ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। এ সম্মেলনের সাইডলাইনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোমানিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী Ms. Ana Birchall-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং এ বৈঠকে দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচনা করেন।

- বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১১তম ফরেন অফিস কনসালটেশনস্ (এফওসি) চীনের বেইজিংয়ে ০৮-০৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে

পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) ও চীনের পক্ষে ভাইস মিনিস্টার ফরেন অফিস কনসালটেশনে নেতৃত্ব দেন। এফওসি-এ বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ।

- **৫-৭ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখে জার্মানি ও মরক্কো সরকারের যৌথ সভাপতিত্বে মরক্কোর মারাকেশ শহরে Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এর ১১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১১তম জিএফএমডি সম্মেলনের পর ১০-১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মরক্কোর মারাকেশে 'Global Compact for Migration (GCM)'-এর চূড়ান্ত খসড়া গ্রহণ (adopt) করার নিমিত্ত জাতিসংঘের আয়োজনে 'Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' শীর্ষক একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপী একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি 'Global Compact for Migration (GCM)' প্রণয়নে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে, এ খসড়াটি ১০-১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মারাকেশ সম্মেলনে গৃহীত (adopt) হয়।

- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদানের প্রক্রিয়া ০৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সাত জন ভারতীয় শহিদ সৈনিকের পরিবারবর্গকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদানের পরবর্তী পর্যায় মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে কলকাতায় আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যোগদান করেন যেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১২জন শহিদ সদস্যকে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

- জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনস্ (এফওসি) জাপানের টোকিওতে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত এফওসি-তে মান্যবর পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং জাপানের সিনিয়র ডেপুটি মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স Mr. Kazuyuki Yamazaki জাপানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ১০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এফওসি-এ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং কৌশলগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এফওসি-এ আগামী বছরগুলোতে সম্ভাব্য দ্বি-পাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে জাপানের বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন ও দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

- ১৯৭৪ সালে প্রণীত 'The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974' শীর্ষক আইনটি UNCLOS-1982-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিধান করে ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতকৃত খসড়া 'The Bangladesh Maritime Zones Act, 2018' এবং বাংলা ভাষায় প্রস্তুতকৃত খসড়া 'মেরিটাইম অঞ্চল আইন, ২০১৮'-এর উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পর্যালোচনা এবং বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং তদীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিশ্বের অন্যান্য উপকূলীয় দেশের সমজাতীয় আইন এবং UNCLOS-1982-এর দিকনির্দেশনার আলোকে উপস্থাপিত মতামতসমূহ বিশদ পর্যালোচনা ও আলোচনা করা হয়। সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ সংযোজনের মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ' অনুবিভাগে এ বিষয়ক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

- **৩০ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখে বাংলাদেশের ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তৃতীয় বারের মত নির্বাচনে জয় লাভ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানান এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম দেশ নেপাল ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি টেলিফোন ও বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং চতুর্থ রাজা বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, নেপালের ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রধানগণ যেসকল অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করেন সেসবের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণের অভিনন্দনবার্তা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে তাৎক্ষণিকভাবে মিডিয়ায় প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুনঃনির্বাচন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত ১৩টি দেশের যথা, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, বেলারুশ, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, তুরস্ক, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, স্লোভাকিয়া ও আজারবাইজানের সরকার প্রধানদের অভিনন্দন বার্তা গ্রহণ করা হয় এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অভিনন্দন বার্তাসমূহের প্রত্যুত্তর বার্তাও প্রেরণ করা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত ১২টি দেশের যথা, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, বেলারুশ, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, তুরস্ক, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, স্লোভাকিয়া, ইউক্রেন ও উজবেকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণের অভিনন্দন বার্তা গ্রহণ করা হয় এবং তা মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অভিনন্দন বার্তাসমূহের প্রত্যুত্তর বার্তাও প্রেরণ করা হয়। সকল বার্তা প্রাপ্তির পর প্রেস রিলিজ প্রদান করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভে চীনের সেন্ট্রাল কমিটি অফ কমিউনিস্ট পার্টির শুভেচ্ছাপত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তাসমূহ উপযুক্ত গন্তব্যে পৌঁছানো হয় এবং প্রত্যুত্তর বার্তা প্রেরণ করা হয়।

- **১০ জানুয়ারি ২০১৯** তারিখে রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের ২৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় টাস্কফোর্সের সভাপতি পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) জনাব মোঃ শহীদুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করাসহ রোহিঙ্গাদের জন্য চলমান মানবিক কার্যক্রম, ২০১৯ সালের জন্য জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রণীত '2019 Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis' এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত 'SAFE' প্রকল্প নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের বিষয়ে এই সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- জাপানের ইকোনমিক রিভাইটালাইজেশন মন্ত্রী H.E. Toshimitsu Motegi, ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। এটা ছিল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশে বিদেশি উচ্চপর্যায়ের প্রথম সফর। জাপানের ইকোনমিক রিভাইটালাইজেশন মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত বৈঠকে উভয় পক্ষ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

- **২০-২২ জানুয়ারি ২০১৯** তারিখে সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ ওআইসি সচিবালয়ে ৪৬তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের (সিএফএম) প্রস্তুতিমূলক Senior Officials Meeting (SOM) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ সভার সাইডলাইনে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) জনাব মোঃ শহীদুল হক, ওআইসি মহাসচিব জনাব ইউসুফ আল ওথাইমিন-এর সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ওআইসি মহাসচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। এছাড়া বৈঠকটিতে ওআইসির বিভিন্ন বিষয়াবলি ও দ্বিপাক্ষিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

- **২৯ জানুয়ারি ২০১৯** তারিখে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী জুয়্যান কুউক দেজং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সহায়তাসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ভিয়েতনামের

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী জুয়্যান কুউক দেজং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সহায়তাসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যা মোকাবেলায় ৫০ হাজার মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় ভিয়েতনাম সরকার।

- **১-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত Mr. Bob Rae বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি ২-৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে কক্সবাজারে বিভিন্ন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ এই অঞ্চলে অবশ্যম্ভাবী মানবিক বিপর্যয় রোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে তিনি জানান। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংকের অনুদান আদায়ে কানাডার সরকার বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে বলে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন।
- **০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী H.E. Ms. Retno L.P. Marsudi মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইন্দোনেশিয়ার আরো বেশি করে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়ান কোঅরডিনেশন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (AHA)-এর একটি দল রাখাইনে পাঠানোর কথা উল্লেখ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন সহজতর করায় আসিয়ানের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশের সহায়তা চান।

০৪-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR)-এর Special Envoy, Ms. Angelina Jolie বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তিনি কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শিবিরসমূহ পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সফরকালীন তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকায় গণভবনে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এর বিশেষ দূত Angelina Jolie সাক্ষাৎ করেন (বুধবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ।- পিআইডি

- **০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত, Ms. Christine Burgener বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিবসহ উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া সফরকালে তিনি রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরে ভাসানচরে নির্মিতব্য ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনে যান।

- **০৭- ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ কমিশনের পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ২৪ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ। সভায় ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিষয়াবলি যেমন-সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমান্ত নিরাপত্তা, তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বন্টন এবং সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা বন্ধ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা, বাণিজ্য ও আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, বিভিন্ন প্রকার শুল্ক এবং অশুল্ক বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উন্নয়ন, কস্যুলার বিষয়াবলী, মহাকাশ গবেষণা এবং ভারতের লাইন অফ ক্রেডিটের আওতায় বাংলাদেশে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ২০১৫ ও ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সফরকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, সাবেক রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী এবং ভারতের হাউজিং এবং আরবান অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) জনাব হরদীপ সিং পুরী-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

1. Memorandum of Understanding (MoU) between the Anti-Corruption Commission (ACC) of Bangladesh and the Central Bureau of Investigation (CBI) of India;

2. Memorandum of Understanding (MoU) between the Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare of the People's Republic of Bangladesh and the National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush of the Republic of India on Cooperation in the Field of Medicinal Plants;

3. Memorandum of Understanding (MoU) between National Centre for Good Governance, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Government of India and Ministry of Public Administration, Government of the People's Republic of Bangladesh on Training and Capacity Building Programme for Bangladesh Civil Servants;

4. Memorandum of Understanding (MoU) between Hiranandani Group and Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) for developing Indian Economic Zone in Mongla, Bangladesh

- **বাংলাদেশ ২০১৯-২১** মেয়াদে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়; জাতিসংঘের ১৭৮টি সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ভোট প্রদান করে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘ অনুবিভাগের আয়োজনে Bangladesh and Human Rights শীর্ষক একটি দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উক্ত সেমিনারের উদ্বোধন করেন। উক্ত সেমিনারের বিভিন্ন সেশনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের Sexual Violence in Conflict সংক্রান্ত Special Representative, জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের পরিচালক এবং ওআইসি-এর Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)-এর ভাইস চেয়ারম্যান। সেমিনারে ঢাকাস্থ কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

- **১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুলে 'Ad Hoc Ministerial Committee on Accountability for Human Rights Violations against the Rohingya'-এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ)-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও তাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মিয়ানমার সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশসমূহ ঐক্যমতে পৌঁছায় -(১) একটি আন্তর্জাতিক আইনি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে যারা আইনি প্রক্রিয়া, কূটনৈতিক সর্মথন আদায় ও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে ও পরামর্শ দেবে। (২) The Convention on the Prevention

and Punishment of the Crime of Genocide (1948) (Genocide Convention)-এর মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে International Court of Justice (ICJ)-এর মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া হবে। (৩) যেসব ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশ Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)-এর সদস্য, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেন তারা মিয়ানমার উদ্ভূত রোহিঙ্গা নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্তের ক্ষেত্রে ICC Prosecutor-কে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে।

- **১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে Munich Security Conference জার্মানীর মিউনিখ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও জলবায়ু এই দুই বিষয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

- **১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত '2019 Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis'-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উন্মোচনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬০টি দেশ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান এবং রোহিঙ্গাদের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা সংগ্রহে করণীয় বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী United Nations High Commissioner for Human Rights Ms. Michelle Bachelet; International Organization for Migration-এর মহাপরিচালক Mr. António Vitorino; এবং United Nations High Commissioner for Refugees Mr. Filippo Grandi-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা চান। এ ছাড়া ভাষানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর বিষয়েও তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পূর্বাহ্নে আবুধাবি ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত International Defence Exhibition (IDEX) ২০১৯-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে আল বাহার প্রাসাদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার এবং যুবরাজ শেখ মোহাম্মদ বিন যায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতির মাতা হিসেবে বিবেচিত প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের স্ত্রী শেখ ফাতিমার সঙ্গে আল বাহার প্রাসাদে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ডিপি ওয়ার্ল্ড (DP World)-এর চেয়ারম্যানসহ দুবাই-এর শাসক পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে ০৪টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবুধাবির ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী Sheikh Mohammed bin Rashed Al Maktoum এর সাথে বৈঠক করেন সোমবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।-পিআইডি

- **১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী H. E. Ms. Toshiko Abe ২ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জাপানের নতুন অভিবাসন নীতির আওতায় বিদেশি কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশকে উৎস দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুরোধ করেন।

- **২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে Annual Thematic Meeting on Platform For Disaster Displacement শীর্ষক সম্মেলন ঢাকায় আয়োজন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে বাংলাদেশ Platform for Disaster Displacement-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এই সম্মেলন আয়োজন করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, এমপি এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উক্ত সম্মেলনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশলগত আলোচনা, আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিবন্ধকতা, সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, দূর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এ সম্মেলনের অংশ হিসাবে অংশগ্রহণকারী বিদেশি অতিথিগণ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে হেলিকপ্টারযোগে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

- **২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯** তারিখে ঢাকায় প্রবাসী বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম সম্মেলন (1st CONE) অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এর ফলে অনিবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলীগণ বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে অধিকহারে বিনিয়োগে এবং দেশের উন্নয়নে তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন বলে আশা করা যায়।

- **০১-০২ মার্চ ২০১৯** তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে ওআইসি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণের ৪৬তম সম্মেলন (সিএফএম) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সেখানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাস মোকাবেলা, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রত্যাবাসন ও তাদের উপর সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার এবং মিয়ানমারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ওআইসির ভূমিকার প্রশংসা করেন। এলক্ষ্যে তিনি আরো বৃহৎ পরিসরে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিশেষত তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে গাম্বিয়ার বানজুলে ওআইসি'র মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন যেখানে ওআইসি'র পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলা হয়। তিনি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের মানব উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা ও বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের কথা বলেন এবং অর্থনীতি, পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা, ওআইসি'র পুনর্গঠন, এসডিজিসমূহ ও ওআইসি'র উন্নয়ন অভিলক্ষ্য ২০২৫ বাস্তবায়নে সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তব্যে সভাপতিত্বকালীন সময়ে বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি 'Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion' ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং নেপালের পক্ষে Mr. Lal Shanker Ghimire, সচিব (রাজস্ব) চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

- **৬-৮ মার্চ ২০১৯** তারিখে কেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। ০৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে কেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের দ্বিপক্ষীয় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায়। কেনিয়ার মন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য কেনিয়া এবং বাংলাদেশ উভয়ই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ থেকে কেনিয়ার রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে পাট শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। কেনিয়া বাংলাদেশ থেকে ঔষধও আমদানি করছে। তারা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো জোরালো করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

- **০৭ মার্চ ২০১৯** তারিখে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী এবং অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩২ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। সৌদি প্রতিনিধিদল ০৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মোট আটটি অগ্রাধিকার প্রকল্পে সৌদি বিনিয়োগের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয় যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৫ বিলিয়ন ডলারের সৌদি বিনিয়োগ আহবান করা হয়। সৌদি প্রতিনিধিদল এ সকল বিনিয়োগ প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানায় এবং দু'দেশের সমন্বয়ে একটি যৌথ বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে যার আওতায় বাংলাদেশ, সৌদি আরব এবং তৃতীয় অন্য কোন দেশেও যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া দু'দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সৌদি প্রতিনিধিদলে সেদেশের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন যারা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলাদাভাবে বি২জি বৈঠক করেন। সফরকালে বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন, সার উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের বিষয়ে দু'টি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সৌদি প্রতিনিধিদল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গভবনে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর উপস্থিতিতে বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন, সার উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের বিষয়ে দু'টি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ঢাকায় বঙ্গভবনে সৌদি আরবের Minister of Commerce and Investment Dr. Majid Bin Abdullah Al Qosaibi and Minister of Economy and Planning Mohammad Bin Mazyed Al Twaijri সাক্ষাৎ করেন (বৃহস্পতিবার, ৭ মার্চ ২০১৯)। -পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী Dr. Majid Bin Abdullah Al Qosaibi এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী Mohammad Bin Mazyed Al Twaijri সাক্ষাৎ করেন (বৃহস্পতিবার, ৭ মার্চ ২০১৯)। -পিআইড

- **১১ মার্চ ২০১৯** তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চারটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ:

1. Supply of Double Decker & Single Decker AC and Non- AC buses and trucks to Bangladesh Road Transport Corporation (under 2nd Line of Credit);
2. Inauguration of 36 Community Clinics in 5 Districts (Jamalpur, Sherpur, Habiganj, Sunamganj and Brahmanbaria) of Bangladesh (under Grant Financing of Government of India);
3. Inauguration of 11 Water Treatment Plants in Bhandaria Pouroshova, Pirojpur District, Barisal Division of Bangladesh (under Grant Financing of Government of India);
4. Inauguration of National Knowledge Network (NKN) Extension to Bangladesh (under NKN extension to SAARC nations).

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন (সোমবার, ১১ মার্চ ২০১৯)। -পিআইডি

- **১১-১৪ মার্চ ২০১৯** তারিখে মরক্কোর রাবাতে 14th Session of the PUIC Conference অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে মাননীয় স্পিকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

- **১৯ মার্চ ২০১৯** তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশনস্ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক এবং ভুটানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ভুটানের পররাষ্ট্র সচিব সোনাম শং। সভায় দু'দেশের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে এবং ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৭ম দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ ১৯-২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই এ অনুষ্ঠিত হয়। দু'দেশের সামরিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের আলোচনার জন্য এ ফোরামটি ২০১২ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিবছরের মত এ বছরও উক্ত ডায়ালগে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া INDOPACOM ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যধারা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী ৮ম প্রতিরক্ষা সংলাপটি ২০২০ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- **২০-২২ মার্চ ২০১৯** তারিখে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে Second High Level United Nations Conference on 'South-South Cooperation' শীর্ষক সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ এ সম্মেলনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনটির 'Comparative advantages and opportunities of South-South Cooperation and sharing of experiences and best practices and success stories' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের প্ল্যানারিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো দুটি প্লেনারিতে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বিষয়ক ২য় উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য একটি মন্ত্রীপর্যায়ের ফোরাম এবং 'দক্ষিণ-দক্ষিণ জ্ঞান ও উদ্ভাবনী কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ। 'বাপা+৪০'-এর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলডিসি থেকে উত্তরণ টেকসই করতে এবং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে কার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে বাংলাদেশ যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলডিসি থেকে উত্তরণ টেকসই করতে এবং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে কার্যকর করার আহবান জানান। তিনি আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট, জর্জিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং গুয়াতেমালার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠকে মিলিত হন। এ ছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- **২১ মার্চ ২০১৯** তারিখে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে 'Third Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs' অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ সভায় অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভায় বিমসটেক সদস্য দেশের নিরাপত্তা প্রধানগণ ইতোপূর্বে এতদঅঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা, যেমন; কাউন্টার টেরোরিজম, মেরিটাইম সিকিউরিটি, কোস্টাল সিকিউরিটি, সাইবার সিকিউরিটি, হিমালয়া সায়েন্স কাউন্সিল, হিউম্যানেটেরিয়ান এ্যাসিসটেন্স এন্ড ডিজাস্টার রিলিফ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি এবং 'Regional Dialogue of BIMSTEC Think Tanks on Security Cooperation'-এর প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় বিমসটেকের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধানগণের বার্ষিক সভার পূর্বে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- **২২ মার্চ ২০১৯** তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসি-র এক্সিকিউটিভ কমিটির মন্ত্রীপর্যায়ের ওপেন এন্ডেড সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

- **২৭-২৮ মার্চ ২০১৯** তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ হাউজ অব কমনস্-এর টেরাস প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ৪৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য সফর করেন। সফরকালে তিনি যুক্তরাজ্যের মিনিস্টার অফ স্টেট ফর এশিয়া এ্যান্ড প্যাসিফিক Mr. Mark Field, MP এবং Under Secretary of State for Pension and Financial Inclusion Mr. Guy Opperman, MP-এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

- জাতিসংঘের অধীনে আনক্লজ ১৯৮২ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেসের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক আইনি দলিল প্রস্তুতকরণের বিষয়ে ২৫ মার্চ হতে ০৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত Intergovernmental Conference-এর দ্বিতীয় সেশনে পররাষ্ট্র সচিব (মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলে মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেসসহ অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং তা থেকে সকল দেশের জন্য সুষম অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করতে নতুন এই আইনি দলিলটি ভবিষ্যতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষিতে, একটি দায়িত্বশীল উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে এই আইনি দলিলটিতে বাংলাদেশের যথাযথ স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ দলিলটি প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশ বরাবরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

- মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৭-১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে মাননীয় মন্ত্রী মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও, পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর প্রধান অ্যাম্বাস্যাডর এলিস জি. ওয়েলস, ডেপুটি ন্যাশনাল এডভাইজার চার্লস কুপারম্যান, ডেমোক্র্যাট দলের সিনেটর ও সিনেট পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ক্রিস্টোফার মার্ফি এবং USAID-এর প্রশাসক মার্ক গ্রিন-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

- মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট-এর সঙ্গে বৈঠকে চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সেক্রেটারি পম্পেও নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেবার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে এ সংকট নিরসনে মিয়ানমারকে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে মানবিক ও রাজনৈতিক সহায়তা অব্যাহত রাখবে মর্মে তিনি আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তদারকিতে রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে একটি নিরাপদ অঞ্চল (Safe Zone) স্থাপনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা মার্কিন কর্তৃপক্ষের সমর্থন কামনা করেন। মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক দিক থেকে নিবিড়ভাবে জড়িত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মিত্র রাষ্ট্রকে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মিয়ানমারের উপর বহুমুখী চাপ প্রয়োগে মাননীয় মন্ত্রী EU, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানান। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গণতান্ত্রিক দেশসমূহের একযোগে কাজ করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট প্রযুক্তি, জ্বালানি, অবকাঠামো, ও সমুদ্র নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ যে বিষয়সমূহ মার্কিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট তুলে ধরেছে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন;

২. রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা;

৩. বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করা;

৪. ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ও বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণ।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে এ সফরে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গঠনের পরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল বাংলাদেশে কোন বিদেশি রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধানের প্রথম সফর। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরপরই উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভুটানের স্ব-স্ব প্রতিনিধিদল আনুষ্ঠানিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আনুষ্ঠানিক সভা শেষে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে নিম্নলিখিত ০৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

1. MoU between the Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry of Health, Royal Government of Bhutan;

2. MoU between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Ministry of Agriculture of Bangladesh and the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Forests of Bhutan (MoAF);

3. MoU between Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) and Royal Institute for Management (RIM);

4. Memorandum of Understanding between Tourism Council of Bhutan, Royal Government of Bhutan and Bangladesh Parjatan Corporation, the Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation in the Field of Tourism;

5. SOP for the operationalization of the MoU on Use of Inland Waterways for Transportation of Bilateral Trade and Transit Cargoes

বাংলাদেশ সফরকালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও মাননীয় নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই সফরকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ গমন করেন যেখানে তিনি প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কলেজ পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভুটানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। এ সময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ঢাকায় বঙ্গভবনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং সাক্ষাৎ করেন (শনিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৯)। -পিআইডি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একান্ত বৈঠক করেন (শনিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৯)। -পিআইডি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রুনেই-এর সুলতান মহামহিম হাজি হাসানাল বলকিয়া-এর আমন্ত্রণে ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ব্রুনাই-এ সরকারি সফর করেন। এ সফরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সফরে কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্ট বহনকারীদের পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতির লক্ষ্যে কূটনৈতিক পত্র বিনিময় হয়।

ব্রুনাই সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে দেশের সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah-এর সাথে তাঁর সরকারি বাসভবন ইস্তান নুরুল ইমানে সাক্ষাৎ করেন (সোমবার, ২২ এপ্রিল ২০১৯)। - পিআইডি

- ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমি প্রাঙ্গণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ফরেন সার্ভিস দিবস' পালন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন একাডেমি ভবনে সদ্য স্থাপিত 'জেনোসাইড কর্নার-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

- বাংলাদেশে SEACO Foundation-এর শুভযাত্রা উপলক্ষ্যে ২২-২৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে।

- **২৩ এপ্রিল ২০১৯** তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জেষ্ঠ্যতম নারী মহাপরিচালক মিজ নওরীন আহসানকে প্রধান করে 'নারী নিপীড়ন এবং যৌন নির্যাতন বিরোধী অভিযোগ কমিটি' গঠন করা হয়।

- **২৪ এপ্রিল ২০১৯** তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের মধ্যে 3rd Strategic Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 3rd Strategic Dialogue-এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব এবং যুক্তরাজ্যের পক্ষে নেতৃত্ব দেন FCO Permanent Under-Secretary Sir Simon McDonald. একই দিনে 'Bangladesh and United Kingdom Relations in the context of UK's exit from the European Union' বিষয়ে একটি পাবলিক লেকচার Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এ অনুষ্ঠিত হয়।

- **২৪-২৮ এপ্রিল ২০১৯** তারিখে জাতিসংঘের Humanitarian Affairs বিষয়ক Under-Secretary General Mr. Mark Lowcock, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার Mr. Filippo Grandi এবং IOM-এর মহাপরিচালক Mr. Antonio Vitorino যৌথভাবে বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় জাতিসংঘের উক্ত তিন সংস্থা প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া তিন সংস্থা প্রধান যৌথভাবে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

- **২৮ এপ্রিল-০১ মে ২০১৯** তারিখে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মস্কো সফর করেন। এ সফরে তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী H.E. Sergey Lavrov-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক, শ্রম বাজার, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া তিনি জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য রাশিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহায়তা কামনা করেন। তিনি জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে রাশিয়ার

পক্ষে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী বছর এবং ২০২১ সাল স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণের জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এছাড়াও এই সফরে তিনি Gazprom এবং Hevel Group-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গেও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

- **২ মে ২০১৯** তারিখে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৭ম নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে দু'টি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা সংক্রান্ত সার্বিক আলোচনাসহ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সহযোগিতা, আঞ্চলিক বিষয়সমূহ, কাউন্টারটেরোরিজম এই চারটি মূল বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। বৈঠকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এ ছাড়া দু'দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। সংলাপে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয়েও বিশদভাবে আলোচিত হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিল রোহিঙ্গা সংকট। বৈঠকে মিয়ানমার থেকে আগত ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয়দানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এ ছাড়া উক্ত বৈঠকে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও অন্যান্য নিরাপত্তা সহায়তা, বর্ডার নিরাপত্তা, মানবিক নিরাপত্তা, ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

- **০২-০৩ মে ২০১৯** মেয়াদে ARF Defence Officials' Dialogue (DOD) এবং ARF Inter-sessional Support Group Meeting on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy (ISG on CBMs and PD) সিউল, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

- **০৫-০৮ মে ২০১৯** তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারত সফর করে। সফরে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র ও মুক্তিযুদ্ধের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ নিয়ে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজকীয় পরিবারের সদস্য শেখ আহমেদ দালমুক আল মাকতুম-এর দপ্তর হতে আগত ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ১৪-১৭ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সিনিয়র উপদেষ্টা জনাব উমর ফারুক। প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরাসরি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে আসে। ১৫ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে আগ্রহ ব্যক্ত করে। একই দিন প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম. আমিনুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদলটি নিকট ভবিষ্যতে দ্রুততম সময়ে পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে আশাবাদ পুনঃব্যক্ত করেন। পরের দিন ১৬ মে ২০১৯ তারিখে প্রতিনিধিদলটি বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে তারা বাংলাদেশের পাওয়ার প্ল্যান্ট খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেন এবং শীঘ্রই এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ, বিশেষ করে সোনাগাজী বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল সরেজমিনে দেখার জন্য অপর একটি পরিদর্শনকারী দল প্রেরণ করবেন মর্মে জানান।

- **১৭ মে ২০১৯** তারিখে পশ্চিম আফ্রিকান দেশ গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। গাম্বিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদু টাঙ্গারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ সময় ড. এ কে আব্দুল মোমেন জানান, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিনিয়োগ সহযোগিতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে গাম্বিয়ার সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর হলো। গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদু টাঙ্গারা বর্তমান সরকারকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং সীমিত সম্পদ নিয়েও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিক্ষা, খাদ্য, ক্ষুদ্র ঋণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে যেভাবে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠকে গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার সম্পর্ক 'উষ্ণ, পুরনো ও বাস্তবধর্মী। তিনি নিজেদের দেশে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভূতপূর্ব মানবিক আচরণের প্রশংসা করেন। গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তাঁর দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর FOC স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেক্টরে বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মামাদু টাঙ্গারা বলেন, 'গাম্বিয়া রোহিঙ্গা গণহত্যার বিষয়টি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে নিতে কাজ করে যাচ্ছে'।

- বাংলাদেশে SEACO Forum on Regional Cooperation-এর শুভযাত্রা উপলক্ষ্যে ১৬-১৮ মে ২০১৯ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে।

- **২০ মে ২০১৯** তারিখে তুরস্কের আঙ্কারায় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) জনাব মোঃ শহীদুল হক-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ৩য় ফরেন অফিস কনসাল্টেশনস্ (এফওসি) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তুরস্কের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তুরস্কের Deputy Foreign Minister SEDAT NAL. সভায় বাণিজ্য ও অর্থনীতি, শ্রম বাজার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পর্যটন, কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্ক পরস্পরকে সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রয়াস ব্যক্ত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সরকারের আমন্ত্রণে ২৮-৩০ মে ২০১৯ তারিখে জাপান সফর করেন। নানান দিক দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যা দু'দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই সফরের মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে অব্যাহত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস পুণর্ব্যক্ত করে। যাতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয় এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হয়। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হন। এশিয়ায় জাপান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি গন্তব্য উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যেকার ব্যবসা বাণিজ্যের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে জাপানি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় জাপানের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতির ধারাবিহিকতা এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (Shinzo Abe) (বুধবার, ২৯ মে ২০১৯)। -পিআইডি

- জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। এ সময় সুসজ্জিত একটি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পুনরায় কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় বিশেষভাবে আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রশংসা করে শিনজো আবে বাংলাদেশ এবং জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবাহমান সমস্যা মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য শিনজো আবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

- ঢাকায় হলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ৭জন জাপানি নাগরিকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন এবং গভীর সমবেদনা জানান। তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, হলি আর্টিজান ঘটনার তদন্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত- সকলের বিচার করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও জানান জাইকার সহযোগিতায় এমআরটি স্টেশন সাইটে নিহতদের সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

- জাপান সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন এবং পরিকল্পনাধীন একশ'র বেশি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচনে জাপানকে সমর্থন দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালে জাপান এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০ বছর পূর্তি আয়োজনকে লক্ষ্য করে জাপানের সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণকে সাধুবাদ দিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০২০ সালের প্রথমার্ধে জাপানে আমন্ত্রণ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহধর্মিণী আকি আবেকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। জাপানের প্রধানমন্ত্রী এই আমন্ত্রণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমন্ত্রণটি সক্রিয় বিবেচনায় রাখবেন বলে জানান।

- জাপানে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে ৪০তম ওডিএ ঋণ প্যাকেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। ঋণ প্যাকেজ চুক্তির প্রকল্পগুলো হল:

1. Matarbari Port Development Project
2. MRT Line-1 Dhaka Mass Rapid Transit Development Project
3. Foreign Direct Investment Promotion Project-II
4. Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (Phase-2)

ঋণ প্যাকেজ স্বাক্ষরের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে যোগ দেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মানে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

- সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের মিডিয়া সংগঠন Nikkei Inc. কর্তৃক আয়োজিত 'The Future of Asia' শীর্ষক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে Key Note Speaker হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। Nikkei Inc. সম্মেলনের এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিলো 'In search of the new global order-overcoming the chaos' বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান, উদ্যোক্তা ও এশিয়ার ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এশিয়াকে আরও গতিশীল, টেকসই এবং সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় Nikkei Inc. ১৯৯৫ সাল থেকে এ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। সম্মেলনের পর জাইকার প্রেসিডেন্ট শিনিচি কিতাওকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নে জাইকার অব্যাহত সমর্থন ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। Nikkei কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের নৈশভোজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন।

- সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হন। এশিয়ায় জাপান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি গন্তব্য উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যেকার ব্যবসা বাণিজ্যের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে জাপানি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় জাপানের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতির ধারাবাহিকতা এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

❁ **২৯ মে ২০১৯** তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে (৩০ মে ২০১৯) যোগ দিতে নয়াদিল্লী, ভারত সফর করেন। সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেন (শুক্রবার, ৩১ মে ২০১৯)। -পিআইডি

❁ **২৭ মে-০৩ জুন ২০১৯** তারিখে সৌদি আরবের মক্কায় ওআইসির ১৪তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনে সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভেদ দূরীকরণ, ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ, মুসলিম দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া নির্যাতিত ও নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমারে দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণ এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য 'আন্তর্জাতিক বিচার আদালত'-এ মামলা করা ও মামলা পরিচালনার জন্য আর্থিক ফান্ড গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মক্কায় ১৪তম ওআইসি সম্মেলন ২০১৯-এর উদ্বোধনী দিনে বক্তৃতা করেন (শনিবার, ১ জুন ২০১৯)। - পিআইডি

- **২৯ মে ২০১৯** তারিখে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ১৪তম OIC-সম্মেলনের সাইডলাইনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন।

- **৩-৭ জুন ২০১৯** তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যান্ড সফর করেন। ৪ জুন ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি জনাব সাউলি নিনিশতো- এর সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে বৈঠক করেন। দুই নেতার মধ্যে অত্যন্ত উষ্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফিনল্যান্ডের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর প্রগতিশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতিকে আইস হকি চ্যাম্পিয়নশীপে ফিনল্যান্ড দলের জয়ে এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে ফিনল্যান্ডের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় অভিনন্দন জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ফিনল্যান্ডের জনগণের নৈতিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামমুখর জীবনের উপর আলোকপাত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই স্বাধীন বাংলাদেশকে ফিনল্যান্ড স্বীকৃতি প্রদান করায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে সে দেশের রাষ্ট্রপতি Sauli Niinisto'র সাথে তাঁর দাপ্তরিক বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন (মঙ্গলবার, ৪ জুন ২০১৯)। -পিআইডি

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ হতে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত ও বিতাড়িত ১.১ মিলিয়নের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। ফিনল্যান্ডের BBD কাউন্সিলের প্রেসিডেন্সির মেয়াদকালে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যান্ডের জোরালো ভূমিকার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ নিজেই একটি জনবহুল দেশ। তাই এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে দীর্ঘসময় ধরে আশ্রয় দেওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি দুরূহ বিষয়। রোহিঙ্গাদের দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের পরও মিয়ানমার তা বাস্তবায়নে সদিচ্ছা প্রদর্শন না করায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি ১.১ মিলিয়নের অধিক রোহিঙ্গাকে কেবল মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ফিনল্যান্ডের রাজনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। বৈঠকে দুই নেতা জলবায়ু

পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একত্রে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে বাংলাদেশ বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করেন। তিনি প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বৈশ্বিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় তাঁর সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ ও অর্থায়নে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ফান্ড গঠনের বিষয়ে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী তৈরিসহ তাঁর সরকারের অন্যান্য নানা কর্মসূচিও তিনি ফিনিশ রাষ্ট্রপতির নিকট তুলে ধরেন।

- **০৪ জুন ২০১৯** তারিখে 'Berlin Climate and Security Conference' অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে জাতীয় নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যালোচনা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- **৭-১০ জুন ২০১৯** তারিখে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৭ম অংশীদারিত্ব সংলাপ ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ২০১২ সাল থেকে চলমান এ বৈঠকে প্রতি বছরের মত এ বছরও ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং প্ল্যানারি সেশন শীর্ষক দু'টি পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, কারিগরি ও উন্নয়ন সহায়তাসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি, নিরাপত্তা সহযোগিতা, কাউন্টারটেরোরিজম এন্ড কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম, সাইবার নিরাপত্তা, গভর্নেন্স এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১৪-১৫ জুন ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে অনুষ্ঠিত ৫ম CICA Summit-এ যোগদান করেন। দুশানবেতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া তিনি রাশিয়া, কিরগিজস্তানসহ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ৫ম CICA Summit-এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ১৬-১৮ জুন ২০১৯ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উজবেকিস্তান সফর করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ, বোখারা এবং সমরখন্দ সফর করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট Emomali Rahmon এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন (বৃহস্পতিবার, ১৩ জুন ২০১৯)। -পিআইডি

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৪-১৫ জুন ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে দুশানবে, তাজিকিস্তানে অনুষ্ঠিত Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে ৪৯ অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট Shared Vision for a Secure and More Prosperous CICA Region শীর্ষক 5th CICA Summit Declaration গৃহীত হয়। সম্মেলনের পাশাপাশি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমবারের মতো দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেন। সাক্ষাৎকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ড. এস. জয়শংকর কে অভিনন্দন জানান। বহুল প্রত্যাশিত তিস্তা চুক্তি সম্পাদন ও সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশে প্রায় ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারতীয় বিনিয়োগ আকর্ষণে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। এ ছাড়া ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের ৫০-বছর পূর্তি উদযাপনে ভারতকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। এ ছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৬-১৮ জুন ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উজবেকিস্তান সফরে সফরসঙ্গী হন।

- ১৪ জুন ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ২০২০-২২ মেয়াদে সদস্যপদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৯১ ভোটের মধ্যে ১৮১ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে ছিল এবং প্রচারণার অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক মিশনে প্রাক-নির্বাচনি কূটনৈতিক সংবর্ধনা আয়োজন করেছিল। সেখানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের নিউইয়র্কে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের নিকট বাংলাদেশের প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

- ১৯-২০ জুন ২০১৯ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিমন্ত্রী Ms. Mariam Hareb Al Meheiri একদিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি ১৯ জুন সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত বৈঠকে Ms. Meheiri খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন অপরাহ্নে আরব আমিরাতের প্রতিমন্ত্রী মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব ড. আব্দুর রাজ্জাক, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরুর সঙ্গে তাঁদের দপ্তরে আলাদা আলাদা বৈঠক করেন। এ সকল বৈঠকে তাঁরা খাদ্য রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি, মৎস্য উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় ও কৌশল নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ ছাড়া এদিন পূর্বাহ্নে তিনি হোটেল Le Meridian-এ বাংলাদেশের খাদ্য রপ্তানির সঙ্গে সম্পৃক্ত বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ১৪ জন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সঙ্গে একটি মতবিনিময় বৈঠকে মিলিত হন।

- ২০ জুন ২০১৯ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ ছাড়া ২১ জুন ২০১৯ তারিখে তাঁরা বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী (র.)-এর মাজার শরীফ, বাগেরহাট জাদুঘর ও ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদসহ স্থানীয় প্রশাসনের দপ্তরসমূহ পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মপদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

- ২১ জুন ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)-এর উপমহাপরিচালক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী পররাষ্ট্র সচিব পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পান। কিন্তু উপস্থিত ভোটারের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পাওয়ায় এবং IOM-এর প্রশাসনিক জটিলতার জন্য নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত নির্বাচনটি পুনরায় মার্চ/এপ্রিল ২০২০-এ অনুষ্ঠিত হবে।

- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে দেশ এবং মিশনসমূহে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করার কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২৫ জুন ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনক্লস সম্মেলন কক্ষে

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে 'Trade and Investment Opportunities in Bangladesh' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশের জাতীয় বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে দেশের সার্বিক বিনিয়োগের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ভবিষ্যতে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত থাকা অবস্থায় যাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে সার্বিক প্রচার ও প্রসারে এবং দেশের বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বিনিয়োগ প্রসারে যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

- ২৬-২৭ জুন ২০১৯ মেয়াদে কানাডার ভ্যান্‌কুভার-এ Meetings of the Governors of the Commonwealth of Learning (COL) অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ থেকে মাননীয় সাংসদ জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি অংশগ্রহণ করেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৭ সালে ভুটান সফরকালীন সময়ে ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৫ কোটি (১৫০ মিলিয়ন) ভুটানি মুদ্রার সমপরিমাণ মূল্যের জরুরি ওষুধ ভুটানকে অনুদান হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রথম দফায়, ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে দ্বিতীয় দফায় এবং ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে তৃতীয় এবং শেষ দফায় ওষুধের চালান বাংলাদেশের বুড়িমারি স্থল বন্দর হয়ে ভুটানে পৌঁছায়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নেপালি এবং অহমিয়া ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়। গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক (২য় খণ্ড) 'কারাগারের রোজনামচা' শিরোনামে হিন্দি ভাষায় অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকাশনায় সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হয়।

- ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শ্রীলংকায় নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানিয়ে ও হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি বরাবর শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়। উক্ত বার্তায় যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা জানানো হয়। ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শ্রীলংকায় নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরনে ২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখকে শ্রীলংকার সরকার জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণা করে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ শ্রীলংকার দূতাবাসে শোকবই-এ সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এবং হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শোকবার্তা লেখেন।

- ক্রাইস্টচার্চে সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী সংকট দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করায় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী H.E. Rt. Hon. Jacinda Ardren বরাবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Letter of Appreciation প্রেরণ করা হয়।

- Global Compact for Migration (GCM)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি 'International Migration Review Forum' গঠিত হয়। উক্ত ফোরামের কার্যপ্রণালী প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ স্পেনের সঙ্গে যুগ্ম-সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'Global Compact for Migration (GCM)' বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী অনুবিভাগ ঢাকায় 'Regional Consultation on the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' শীর্ষক সম্মেলন আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ইমরান আহমেদ এমপি উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশলগত আলোচনা, আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন, সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বৈঠকে এ সকল বিষয়ে 'Dhaka Declaration' শীর্ষক একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

- বিগত বছরের মত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফরেন সার্ভিস একাডেমি কর্তৃক বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল উইং-এ পদায়নের জন্য মনোনীত কূটনৈতিক পর্যায়ের ১৪ জন কর্মকর্তার জন্য ০২টি 'ওরিয়েন্টশন কোর্স' অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া একাডেমি ভিন্ন ভিন্ন সময় বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার উইং-এ পদায়নের জন্য মনোনীত ৬ জন কর্মকর্তার জন্য একটি 'ওরিয়েন্টশন কোর্স' এবং ইকনোমিক উইং-এ পদায়নের জন্য মনোনীত ৬ জন কর্মকর্তার জন্য আরেকটি কোর্স পরিচালনা করে। উল্লিখিত কোর্সগুলিতে

কূটনৈতিক কর্ম পরিবেশ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারবিধি এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাদারী কার্যক্রমের উপর বিশেষজ্ঞ বক্তাগণের মাধ্যমে সেশন পরিচালিত হয়।

- ব্রুনেই-এর রাজধানী বন্দরসেরি বেগওয়ানে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স ও হাইকমিশনারের বাসভবন নির্মাণ প্রকল্প ২০১৭-এ বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মিশনের জন্য চ্যান্সারি ভবন, হাইকমিশনারের বাসভবনসহ আবাসিক কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ করা হবে। চ্যান্সারি ও হাইকমিশনারের বাসভবনের ধারণাগত নকশা অনুমোদন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে ব্রুনাই সফরকালে প্রকল্পের ডিজাইনটি দেখে পছন্দ করেছেন। প্রকল্পের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে। ২০২১ সালে নির্মাণকাজ শেষ হবে।

- সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০৯-এ। প্রকল্পটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩,৬৭৬ বর্গমিটার চ্যান্সারি ভবন, ৫১০ বর্গমিটার কনস্যুলার শেড নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অক্টোবর ২০১৮-এ সৌদি আরব সফরকালে নতুন চ্যান্সারি ভবনে দূতাবাসের কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন।

- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনসমূহে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির অধিকতর প্রসারে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণে এই বিভাগ সরকারের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক অনান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা, বেপজা, বেজা, পিপিপি) সঙ্গে সমন্বয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যেমন; হংকং-এর সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারে একটি উচ্চপর্যায়ের বাণিজ্যক প্রতিনিধিদল মে ২০১৯-এ বাংলাদেশ সফর করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। পাশাপাশি উক্ত প্রতিনিধিদলের সম্মুখে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জাতীয় বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষসমূহ যেমন: BIDA, BEZA, BEPZA, PPP, Hi-Tech Park Authority-এর উপস্থিতিতে বিনিয়োগের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। উক্ত সফরটি বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল, হংকং এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সত্যায়ন ৪,৩৯,৭৭৭টি, আম-মোক্তারনামা/বিদেশি সনদ সত্যায়ন ৬,৪২২টি, আম-মোক্তারনামা দলিলের পুনঃসঠিকতা যাচাই ৪,৮০৪টি, নোট ভারবাল ইস্যু ৬,৪৩৭টি, লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন ইস্যু ৩,৪৪০টি, সার্ক ভিসা স্টিকার ১,১৯০টি, কূটনৈতিক পাসপোর্ট ইস্যু ১,৭৪৭টি, কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল ৩৬১টি, শিক্ষা সনদ সত্যায়ন ১,১৯,৭১২টি, বিবিধ নথিপত্র সত্যায়ন ১,২৬,৯৯৯টি, অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু অনুমোদন ২৫০টি, অফিসিয়াল পাসপোর্ট বাতিল ১৮টি, কনসালটেশন সার্ভিস ১,৩৪০টি, কনস্যুলার সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে মোবাইলভিত্তিক এ্যাপ চালু করা হয় ০১টি এবং মোট সেবার সংখ্যা ৭,১২,৪৯০টি।

উপসংহার

একটি সম্ভাবনাময় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা, যা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশি দেশসহ অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক এবং জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ করে বিশ্বশান্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের সরব উপস্থিতি আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা এবং সার্বিক দিকনির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় ভূমিকা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি উদার, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিবেদনটিতে এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনে সামগ্রিকভাবে তথ্যাবলীর সন্নিবেশন সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

Notes

বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mofa.gov.bd